(GENERAL RULES OF CATEGORICAL SYLLOGISM)

- একটি ন্যায় নানা কারণে বৈধ নাও হতে পারে। কিন্তু আমরা কীভাবে জানব যে ন্যায়টি বৈধ নাকি অবৈধ। তাই যুক্তিবিজ্ঞানীগণ এই ব্যপারে আমাদের সংশয় দুরীভূত করার জন্য ন্যায়ের কতকগুলি নিয়ম বা বিধি প্রণয়ন করেছেন। এই নিয়মগুলির সাহায্যে আমরা যুক্তিগঠনের সময় দোষ বা অনুপপত্তিগুলি(fallacies) পরিহার করতে পারি। কাজে কাজেই ন্যায়ের বৈধতা বিচারের সময় আমরা ন্যায়ের কোন্ নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়েছে তা লক্ষ্য করতে পারি।

তবে ন্যায়ের বৈধতা বিচারে জন্য কয়টি সাধারণ নিয়ম প্রয়োজন তা নিয়ে সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আমরা পূর্বে দশটি সাধারণ নিয়ম জেনে এসেছি। তবে এখানে আমরা আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞান অনুসরণে এবং অবশিষ্ট নিয়মগুলি মূল নিয়মের অনুসিদ্ধান্ত বলে মাত্র ছয়টি সাধারণ নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম নিয়ম ঃ প্রত্যেক বৈধ আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ে অবশ্যই তিনটি মাত্র পদ থাকবে এবং প্রতিটি পদ সমগ্র যুক্তিতে একই অর্থে ব্যবহৃত হবে।

ব্যাখ্যা : ন্যায়ের গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নিয়মের উৎপত্তি। প্রতিটি ন্যায়ে হেতু পদের মাধ্যমে পক্ষপদ ও সাধ্যপদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। তাই একটি ন্যায়ে তিনটি পদ থাকে - পক্ষপদ, সাধ্যপদ ও হেতুপদ। যদি কোন অনুমানে দুটি পদ থাকে তাহলে তা ন্যায় না হয়ে অমাধ্যম অনুমান হয়ে যাবে। আবার, যদি কোন ন্যায়ে তিনের অধিক পদ অর্থাৎ চারটি পদ থাকে তাহলে অনুমানটিতে দোষ দেখা দেবে এবং এই দোষকে চারিপদ ঘটিত দোষ (Fallacy of Four Terms) বলে। যেমন -

-
ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
মানুষ পাপ সৃষ্টি করেছে।
∴ ঈশ্বরই পাপের স্রষ্টা।

যৌক্তিক আকার : (A) মানুষ (M) হয় পাপের স্রষ্টা (P)।
(A) ঈশ্বর (S) হয় মানুষের স্রষ্টা (M)।
∴(A) ঈশ্বর (S) হয় পাপের স্রষ্টা (P)।

বিচার : এই যুক্তরি একটি ন্যায়ভিত্তিক যুক্তি। ন্যায়ের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি বৈধ ন্যায়ের তিনটি পদ থাকবে। কিন্তু উক্ত ন্যায়েতে চারটি পদ রয়েছে -১) ঈশ্বর = পক্ষপদ, ২) পাপের স্রষ্টা = সাধ্যপদ, ৩) মানুষ = হেতুপদ এবং ৪) মানুষের স্রষ্টা = হেতুপদ। তাই যুক্তটি অবৈধ হয়েছে।

আবার, কোন ন্যায়ের কোন পদকে যদি একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে যে দোষ দেখা দেয় তাকে অনেকার্থক দোষ (Fallacy of Equivocation) বলে। যেমন -

(A) সব কুসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তি হয় অন্ধ।

(I) কোন কোন নিরক্ষর ব্যক্তি হয় কুসংস্কারসম্পন্ন।

∴(I) কোন কোন নিরক্ষর ব্যক্তি হয় অন্ধ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই ন্যায়েতে তিনটি পদ রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ন্যায়েতে চারটি পদ রয়েছে। ন্যায়ের প্রধান আশ্রয়বাক্যে উপস্থিত হেতুপদ ‘অন্ধ’ মানে ‘অজ্ঞ’(ignorant), কিন্তু অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে উপস্থিত ‘অন্ধ’ মানে হল ‘দৃষ্টিশক্তিহীন’ (blind)। এক্ষেত্রে অনেকার্থক হেতু দোষ ঘটেছে। ন্যায়ের প্রথম নিয়মটি ন্যায়ের গঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

দ্বিতীয় নিয়ম : বৈধ আদর্শ আকারে নিরপেক্ষ ন্যায়ের হেতুপদকে যুক্তিবাক্যদুটির যে-কোন একটিতে অন্ততঃ একবার ব্যাপ্য হতেই হবে।

হেতুপদের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে সাধ্য ও পক্ষপদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু পদের দ্বারা নির্ধারিত শ্রেণীর সমগ্র অংশের সঙ্গে যদি পক্ষ ও সাধ্য কোন একটি পদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত না হয় তাহলে সিদ্ধান্তে সাধ্য ও পক্ষপদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা ঘোষণা করা চলে না।

কোন ন্যায়ের সাধ্যপদ ও পক্ষপদ হেতুপদ নির্দেশিত শ্রেণীর অংশ বিশেষের সঙ্গে সম্পির্কিত হলে যুক্তিবাক্য দুটি থেকে আমরা একথা বুঝতে পারিনা যে, তারা উক্ত শ্রেণীর একই অংশের সঙ্গে যুক্ত অথবা ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্তে সাধ্য ও পক্ষ পদের মধ্যে সদর্থক বা নঞর্থক কোন সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠা করতে পারি না। সেইজন্য হেতুপদ নির্দেশিত সমগ্র শ্রেণীকে অন্ততঃপক্ষে সাধ্য বা পক্ষ পদের যে-কোন একটি সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, হেতুপদ অবশ্যই উভয় যুক্তিবাক্যের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একবার ব্যাপ্য হবে।

এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে যুক্তিতে অব্যাপ্য হেতুদোষ (Fallacy of Undistributed Middle) দেখা দেবে। যেমন -

নারীরা অবশ্যই পুরুষ। কারণ, পুরুষদের মতো তারা মরণশীল।

যুক্তির আকার :

(A) সকল পুরুষ হয় মরণশীল জীব।

(A) সকল নারী হয় মরণশীল জীব।

∴(A) সকল নারী হয় পুরুষ।

বিচার : এটি একটি ন্যায়-ভিত্তিক যুক্তি। ন্যায়ের নিয়ম হল হেতুপদকে দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একবার ব্যাপ্য হতে হবে। কিন্তু এখানে হেতুপদ 'মরণশীল জীব' সাধ্যবাক্যে এ-বচনের বিধেয় হিসাবে ব্যাপ্য হয় নি। আবার পক্ষবাক্যে এ-বচনের বিধেয় হিসাবে ব্যাপ্য হয়নি। তাই ন্যায়ের নিয়ম না মানার জন্য যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে এবং অব্যাপ্য হেতুদোষে দুষ্ট হয়েছে।

তৃতীয় নিয়ম : একটি বৈধ আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ে যে পদ যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য নয় সেই পদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না।

বৈধ ন্যায়ে সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্য থেকে যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত (logically follows) হবে। অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত কখনো যুক্তিবাক্য থেকে ব্যাপক হতে পারবে না। সহজ কথায় যুক্তিবাক্যে যা বলা হয়েছে বা যা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার অধিক কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে না। কাজেই সিদ্ধান্তে কোন পদ ব্যাপ্য হয়ে যদি যুক্তিবাক্যে ব্যাপ্য না হয়, তাহলে যুক্তিটি অবৈধ হবে।

কোন ন্যায়েতে এই নিয়মটি লঙ্ঘন করলে দু-ধরনের দোষ হবে। যদি সিদ্ধান্তে সাধ্যপদ ব্যাপ্য হয়, অথচ প্রধান আশ্রয়বাক্যে তা অব্যাপ্য হয়, তাহলে অবৈধ সাধ্য দোষ (Fallacy of Illicit Major)হবে। যেমন -

(A) সকল গোরু হয় তৃণভোজী প্রাণী।
(E) কোন ছাগল নয় গোরু।
∴(E) কোন ছাগল নয় তৃণভোজী প্রাণী।

সিদ্ধান্তে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ‘তৃণভোজী প্রাণী’ এই শ্রেণীর সকলেই ‘ছাগল’ শ্রেণীর বহির্ভূত, কিন্তু যুক্তবাক্যে সকল তৃণভোজী প্রাণী সম্পর্কে কোন ঘোষণা করা হয়নি। কাজেই যুক্তবাক্যে যে সত্য ঘোষিত হয়েছে সিদ্ধান্তে অবৈধ ভাবে তাকে অতিক্রম করা হয়েছে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্য থেকে ব্যাপকতর হয়েছে। আর ‘তৃণভোজী প্রাণী’ যেহেতু সাধ্যপদ, তাই এখানে অবৈধ সাধ্য দোষ হয়েছে।

আবার যখন কোন ন্যায়ের সিদ্ধান্তে পক্ষপদ ব্যাপ্য হয়, কিন্তু সেটি পক্ষ আশ্রয়বাক্যে অব্যাপ্য থাকে, তখন যুক্তিটিতে অবৈধ পক্ষ দোষ (Fallacy of Illicit Minor) ঘটে থাকে। যেমন -

(A) সকল ভারতীয় হয় মানুষ।

(A) সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব।

∴(A) সকল মরণশীল জীব হয় ভারতীয়।

বিচার : ন্যায়ের নিয়ম অনুযায়ী যে পদ আশ্রয়বাক্যে ব্যাপ্য হয়নি তা সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হতে পারবে না। কিন্তু উক্ত ন্যায়েতে পক্ষপদ 'মরণশীল জীব' সিদ্ধান্তে এ-বচনের উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যাপ্য হয়েছে, অথচ পদটি পক্ষ আশ্রয় বাক্যে এ-বচনের বিধেয় হিসাবে ব্যাপ্য হয়নি। তাই যুক্তিটিতে অবৈধ পক্ষ দোষ ঘটেছে।

চতুর্থ নিয়ম : দুটি যুক্তিবাক্যই নঞর্থক, এইরূপ কোন আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায় কখনও বৈধ হতে পারে না।

E-বচনে বলা হয় যে, একটি শ্রেণীর সকল সদস্যই অপর একটি শ্রেণীর সমগ্র থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত। O-বচনে ঘোষিত হয় যে, একটি শ্রেণীর কোন কোন সদস্য (অন্ততঃপক্ষে একজন) অপর একটি শ্রেণীর সমগ্র থেকে সম্পূর্ণভাবে বহির্ভূত। দুটি যুক্তিবাক্য যদি নঞর্থক হয় তাহলে তারা এইমাত্র ঘোষণা করতে পারে যে, পক্ষপদ (S) সম্পূর্ণভাবে বা অংশত হেতুপদ(M)-এর সমগ্র বা অংশের বহির্ভূত। কিন্তু এর দ্বারা সাধ্যপদ ও পক্ষপদের দ্বারা নির্দেশিত শ্রেণীগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরস্পরের অন্তর্ভূক্ত বা বহির্ভূত তা নির্ধারণ করা যায় না।

সুতরাং দুটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে পক্ষপদ ও সাধ্যপদের কোন সম্বন্ধ বৈধভাবে অনুমান করা যায় না। যেমন -

(E) কোন ধার্মিক ব্যক্তি নয় অসাধু ব্যক্তি।

(E) কোন ধার্মিক ব্যক্তি নয় পরশ্রীকাতর ব্যক্তি।

∴(E) কোন পরশ্রীকাতর ব্যক্তি নয় অসাধু ব্যক্তি।

উক্ত ন্যায়ের দুটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হওয়ায় সিদ্ধান্তে পক্ষপদ 'পরশ্রীকাতর ব্যক্তি' ও সাধ্যপদ 'অসাধু ব্যক্তি' পদ দুটির মধ্যে কোন সদর্থক বা নঞর্থক সম্বন্ধের কথা ঘোষণা করা যাবে না। এই নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য উক্ত ন্যায়েতে নিষেধক যুক্তিবাক্য বা নঞর্থক আশ্রয়বাক্যজনিত দোষ (Fallacy of Negetive Premises) ঘটেছে ফলে যুক্তিটি অবৈধ হয়েছে।

পঞ্চম নিয়ম : কোন বৈধ আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের একটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে সিদ্ধান্তও নঞর্থক হবে।

কোন ন্যায়ের একটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হওয়ার অর্থ হেতুপদ কোন একটি পদ(তা সাধ্য বা পক্ষ যাই হোক না কেন) -এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত, অপর পদের সঙ্গে নয়। তাই সিদ্ধান্তে দুটি পদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং এই কারণে সিদ্ধান্তে দুটি পদের মধ্যে সম্বন্ধ অস্বীকার করতে হবে। আর সে কারণে সিদ্ধান্ত বচনটি নঞর্থক হবে। যেমন -

(A) সকল শাক হয় গাছ।

(E) কোন ফল নয় শাক।

∴(E) কোন ফল নয় গাছ।

পঞ্চম নিয়মটিকে আমরা ঘুরিয়ে এরকম বলতে পারি, কোন বৈধ ন্যায়ের সিদ্ধান্তটি যদি নঞর্থক হয় তবে দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একটিকে অবশ্যই নঞর্থক হতে হবে।

প্রচলিত বা সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানে আরও কয়েকটি ন্যায়ের নিয়মের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, (১) আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের উভয় যুক্তিবাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্ত সদর্থক হবে, (২) আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ে উভয় যুক্তিবাক্য বিশেষ হলে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়, (৩) বৈধ আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ে একটি যুক্তিবাক্য বিশেষ হলে সিদ্ধান্ত অবশ্যই বিশেষ হবে এবং (৪) আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ে প্রধান যুক্তিবাক্যটি বিশেষ বচন এবং সে সঙ্গে অপ্রধান যুক্তবাক্যটি নঞর্থক বচন হলে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। এই নিয়মগুলি পূর্বোক্ত নিয়মগুলির ভিত্তিতে সহজেই প্রমাণ করা যায় বলে এই নিয়মগুলির বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হয়নি বা নব্য যুক্তিবিজ্ঞানী কোপিও তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেন নি।

তবে প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানে উপরোক্ত ন্যায়ের নিয়মগুলি পর্যাপ্ত বিবেচিত হলেও নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীগণ বুলীয় ভাষ্যের ভিত্তিতে অপর একটি নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তার কারণ, প্রচলিত যুক্তিবিজ্ঞানে নিরপেক্ষ বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য (existential import) -এর উপরে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। কিন্তু নিরপেক্ষ বচনের বুলীয় ভাষ্যে অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেই কারণে এক্ষণে আর একটি নতুন নিয়মের আলোচনা করা হচ্ছে যাকে আমরা ষষ্ঠ নিয়ম বলে অভিহিত করতে পারি।

ষষ্ঠ নিয়ম : কোন বৈধ আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের সিদ্ধান্ত বিশেষ বচন হলে তার উভয় যুক্তিবাক্য কখনও সার্বিক হতে পারবে না।

বুলীয় ভাষ্য অনুসারে সার্বিক বচনে কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন কিছু ঘোষণা করা হয় না। কারণ, সার্বিক বচনের কোন অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই। কিন্তু বিশেষ বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য আছে, কেননা বিশেষ বচনে কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু ঘোষণা করা হয়। কাজেই দুটি যুক্তিবাক্য যদি সার্বিক হয় এবং তার থেকে যদি কোন বিশেষ বচনকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সিদ্ধান্তে কোন কিছুর অস্তিত্বের বিষয়টি ঘোষণা করা হয়, যা যুক্তিবাক্যে করা হয় নি। অর্থাৎ সিদ্ধান্তে যুক্তিবাক্যের ঘোষণাকে অতিক্রম করে যাওয়া হয়, যা কিন্তু বৈধ নয়।

যেমন -

(A) সকল গরু হয় তৃণভোজী প্রাণী।

(E) কোন শৃঙ্গবিশিষ্ট শশক নয় তৃণভোজী প্রাণী।

∴(O) কোন কোন শৃঙ্গবিশিষ্ট শশক নয় গরু।

সাবেকী যুক্তবিজ্ঞানে সার্বিক বচনের অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের বিষয়টি পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেয়। তাই সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানে এই ধরণের ন্যায়ের সিদ্ধান্তকে দুর্বল সিদ্ধান্ত (Weakened Conclusion) বলে আখ্যাত করা হয়। কারণ সিদ্ধান্ত E-বচনও হতে পারে। তাই কোন ন্যায়ের ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্য থেকে সার্বিক সিদ্ধান্ত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে যদি বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহলে সেই ন্যায়কে দুর্বল ন্যায় (Weakened Syllogism)বলা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত E-বচন শুধুমাত্র সবল সিদ্ধান্ত(Strengthened Conclusion) নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নও বটে। উপরের ন্যায়টিতে যদি সার্বিক সিদ্ধান্ত টানা হত তাহলে এবং সাবেকি যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে ন্যায়টি সম্পূর্ণ বৈধ হত।

কিন্তু প্রদত্ত ন্যায়টি অবৈধ, কারণ শৃঙ্গবিশিষ্ট শশকের অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও যুক্তিবাক্য দুটিতে শৃঙ্গবিশিষ্ট শশকের অস্তিত্ব বা কোন কিছুর অস্তিত্ব ঘোষিত হয় নি। যুক্তিবাক্য যেহেতু সার্বিক, সেহেতু এদের কোন অস্তিত্বমূলক তাৎপর্য নেই। অর্থাৎ যুক্তিবাক্যে কোন কিছুর অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয় নি। যদি সার্বিক বচন দুটির সঙ্গে 'শৃঙ্গবিশিষ্ট শশক আছে' এই অতিরিক্ত যুক্তিবাক্যটিকে সংযুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্তটিকে বৈধভাবে নিঃসৃত করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটি যুক্তিবাক্যের পরিবর্তে তিনটি যুক্তিবাক্য হওয়ার জন্য যুক্তিটি ন্যায় পদবাচ্য হবে না। কোন ন্যায় যদি উক্ত নিয়মটি লঙ্ঘন করে তাহলে যে দোষের উদ্ভব হয় তার নাম অস্তিত্বমূলক দোষ (Existential Fallacy)।

আদর্শ আকারের নিরপেক্ষ ন্যায়ের বৈধতা বিচার করার জন্য লক্ষ্য করা দরকার যে, উক্ত ছয়টি নিয়মের কোনটি লঙ্ঘিত হল কিনা ? নিয়মগুলির কোন একটি লঙ্ঘন করলে নিরপেক্ষ ন্যায়টি অবৈধ হবে এবং লঙ্ঘনজনিত দোষের উদ্ভব হবে।

বৈধ মূর্তি নির্ণয় (Determination Fallacy) :

ন্যায়ের সাধারণ নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানে বৈধ মূর্তিগুলিকে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পূর্বে আমরা ন্যায়ের যে প্রথম পাঁচটি নিয়ম আলোচনা করেছি সে নিয়মগুলিকে যে-সকল মূর্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় সেগুলিকে বৈধ মূর্তি আর যে মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে নিয়মগুলি লঙ্ঘন করার জন্য সিদ্ধান্ত অবৈধ হয়, সে গুলিকে অবৈধ বা অশুদ্ধ মূর্তি বলে।

ইতিপূর্বে আমরা দুটি যুক্তিবাক্যের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেক সংস্থানে দুটি যুক্তিবাক্যের সংযোগের ভিত্তিতে ষোলটি করে মূর্তির সন্ধান পেয়েছি।

পূর্বোক্ত ষোলটি মূর্তির মধ্যে EE, OE, EO, OO জোড়ে উভয় যুক্তিবাক্য নঞর্থক বলে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়, চতুর্থ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী। II উভয় বচন বিশেষ সদর্থক হওয়ায় দ্বিতীয় নিয়মানুসারে হেতুপদ দুটি আশ্রয়বাক্যে অন্ততঃপক্ষে একবার ব্যাপ্য না হওয়ায় বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। IO এবং OI যদি ন্যায়ের দুটি যুক্তবাক্য হয় তাহলে ন্যায়ের পঞ্চম নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হবে এবং বিধেয় পদ ব্যাপ্য হবে। তাহলে অব্যাপ্য হেতু দোষ বা অবৈধ সাধ্য দোষ এই দুটির মধ্যে কোন একটি ঘটবেই (পঞ্চম ও তৃতীয় নিয়মে)। IE যদি ন্যায়ের যুক্তিবাক্য হয় তাহলে সিদ্ধান্ত নঞর্থক হওয়ায় সাধ্যপদ সিদ্ধান্তে ব্যাপ্য হবে যা যুক্তিবাক্যে অব্যাপ্য হওয়ার জন্য অবৈধ সাধ্য দোষ ঘটবে (পঞ্চম ও তৃতীয় নিয়মে)।

সুতরাং EE, EO, OE, OO, II, IO, OI, এবং IE এই আটটি মূর্তি থেকে কোন সংস্থানে যথার্থ বৈধ সিদ্ধান্ত পাওয়া সম্ভব নয়।

অবশিষ্ট আটটি মূর্তি AA, AE, AI, AO, EA, EI, IA এবং OA-এর ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রথম পাঁচটি নিয়ম প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাদের মধ্যে কোন্‌টি বৈধ মূর্তি আর কোন্‌টি অবৈধ মূর্তি।

প্রথম সংস্থানে একটি মূর্তি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি :

(A) সকল M হয় P।

(A) সকল S হয় M।

সুতরাং (A) সকল S হয় P।

পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ন্যায়ের উক্ত পাঁচটি নিয়মে মেনে চলায় উক্ত ন্যায়টি বৈধ হয়েছে। এই বৈধ মূর্তির নাম BARBARA। এই নামের মধ্যে যে তিনটি স্বরবর্ণ AAA আছে সেগুলি যথাক্রমে প্রধান যুক্তিবাক্য, অপ্রধান যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্ত নির্দেশ করছে।

প্রথম সংস্থানের আর একটি মূর্তি আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি :

(A) সকল M হয় P।

(E) কোন S নয় M।

সুতরাং (E) কোন S নয় P।

পরীক্ষা করলে দেখব এই মূর্তিটি অবৈধ, কারণ এটি অবৈধ সাধ্য দোষে দুষ্ট। আর এইভাবে সকল সংস্থানের সকল মূর্তিগুলিকে পরীক্ষা করলে আমরা বৈধ মূর্তির সন্ধান পেয়ে যাব।

নিম্নে সংস্থান অনুযায়ী বৈধ মূর্তিগুলির নাম দেওয়া হল :

প্রথম সংস্থানের বৈধ মূর্তি : AAA(BARBARA), EAE (CELARENT), AII (DARII), EIO (FERIO) ।

দ্বিতীয় সংস্থানের বৈধ মূর্তি : EAE(CESARE), AEE (CAMESTRES), EIO (FESTINO), AOO (BAROCO) ।

তৃতীয় সংস্থানের বৈধ মূর্তি : AAI (DARAPTI), IAI (DISAMIS), AII (DATISI), EAO (FELAPTON), OAO (BOCARDO), EIO (FERISON) ।

চতুর্থ সংস্থানের বৈধ মূর্তি : AAI (BRAMANTIP), AEE (CAMENES), IAI (DIMARIS), EAO (FESAPO), EIO (FRESISON) ।

কাজে কাজেই সাবেকী যুক্তিবিজ্ঞানে সর্বমোট উনিশটি বৈধ মূর্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু নব্য যুক্তিবিজ্ঞানীরা তৃতীয় সংস্থানের AAI, EAO এবং চতুর্থ সংস্থানের AAI, EAO কে বৈধ মূর্তি বলে স্বীকার করেন না। কারণ, ন্যায়ের ষষ্ঠ সাধারণ নিয়মানুসারে উভয় ক্ষেত্রেই দুটি সার্বিক যুক্তিবাক্য থেকে বিশেষ বচন সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হওয়ায় অস্তিত্বমূলক দোষ (Existential Fallacy) দেখা দিয়েছে। কাজেই বুলীয় অস্তিত্বমূলক তাৎপর্যের ব্যাখ্যাটি যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সর্বমোট বৈধ মূর্তির সংখ্যা দাঁড়াবে পনেরটি।

প্রথম সংস্থানের বৈধ মূর্তি :

AAA(BARBARA),

EAE (CELARENT),

AII (DARII),

EIO (FERIO) ।

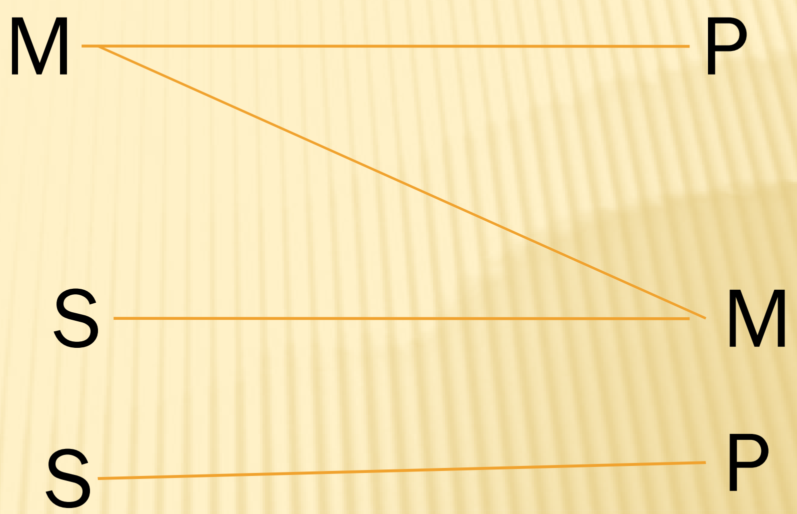

এই সংস্থানে প্রত্যেকটি আকারেই মধ্যপদ প্রধান আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্যের স্থানে এবং অপ্রধান আশ্রয়বাক্যে বিধেয়ের স্থানে থাকবে। উক্ত চারটি বৈধ মূর্তির মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল :

১) প্রধান আশ্রয় বাক্যটি সামান্য বচন হবে।

২) অপ্রধান আশ্রয় বাক্যটি সদর্থক হবে।

দ্বিতীয় সংস্থানের বৈধ মূর্তি :

EAE(CESARE),

AEE (CAMESTRES),

EIO (FESTINO),

AOO (BAROCO) ।

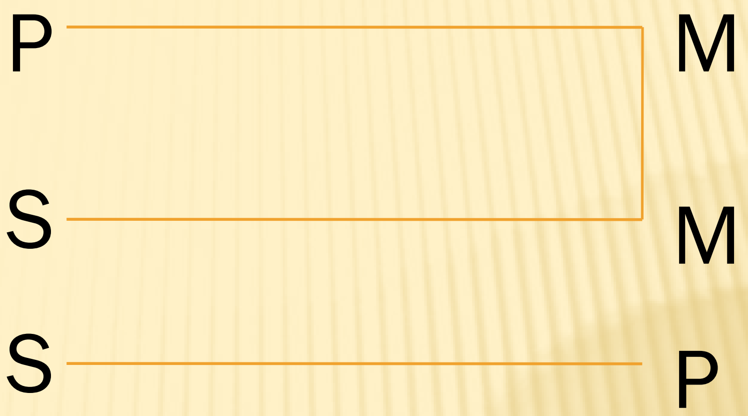

এক্ষেত্রে প্রতিটি বৈধ মূর্তির আকারে মধ্যপদ উভয় আশ্রয়বাক্যে বিধেয়ের স্থানে থাকবে। এই চারটি বৈধ মূর্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১) প্রধান আশ্রয়বাক্যটি সামান্য হবে।

২) যে কোন আশ্রয়বাক্য নঞর্থক হবে

তৃতীয় সংস্থানের বৈধ মূর্তি :

AAI (DARAPTI),
IAI (DISAMIS),
AII (DATISI),
EAO (FELAPTON),
OAO (BOCARDO),
EIO (FERISON) ।

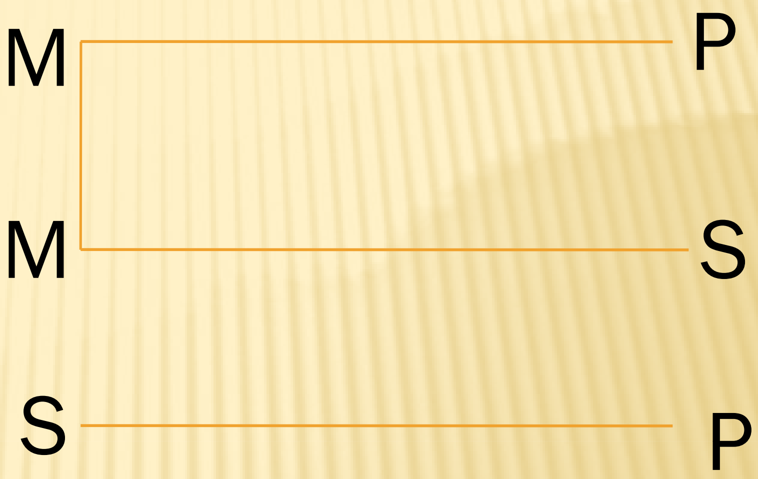

তৃতীয় সংস্থানের ক্ষেত্রে মধ্যপদের অবস্থান উভয় আশ্রয়বাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে বসবে। এই সংস্থানের ক্ষেত্রে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১) অপ্রধান যুক্তিবাক্য সদর্থক হবে।

২) সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে।

চতুর্থ সংস্থানের বৈধ মূর্তি :

AAI (BRAMANTIP),
AEE (CAMENES),
IAI (DIMARIS),
EAO (FESAPO),
EIO (FRESISON) ।

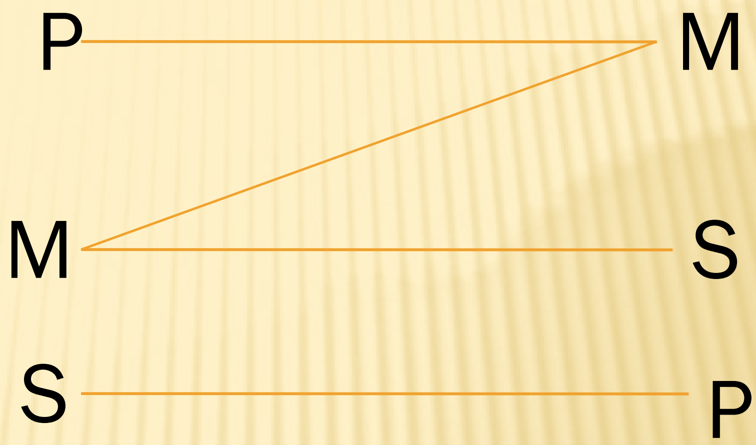

চতুর্থসংস্থানে হেতুপদ প্রতিটি আকারেই প্রধান যুক্তিবাক্যে বিধেয় স্থানে এবং অপ্রধান যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য স্থানে বসবে। এই সংস্থানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১) প্রধান যুক্তিবাক্য সদর্থক হলে অপ্রধান যুক্তিবাক্য সামান্য হবে।
২) অপ্রধান যুক্তিবাক্য সদর্থক হলে সিদ্ধান্ত বিশেষ হবে।
৩) একটি যুক্তিবাক্য নঞর্থক হলে প্রধান যুক্তবাক্যটি সামান্য হবে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ